উ প ক্র ম ণি কা

কাজী হাবিবুল আউয়াল
সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

২১ডিসেম্বর ২০১০ সাল। সকাল আনুমানিক ১০-৩০ ঘটিকা। বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত হয়েছে জাতীয় শিশু কিশোর প্রতিযোগিতা পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধান অতিথি। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ শাহ্জাহান মিয়া, এমপি, অনুষ্ঠানের সভাপতি হিসেবে, আমি মন্ত্রণালয়ের সচিব হিসেবে এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহা-পরিচালক সংস্থা-প্রধান হিসেবে মঞ্চে আসীন। অনুষ্ঠানের কার্যক্রম নির্ঘন্ট মতে যথারীতি চলছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাম পাশে অদূরেই আমার আসন। একটু ফিরে তিনি আমাকে ইশারা করে কাছে ডেকে বললেন, সরকারী উদ্যোগে পবিত্র কুরআন এর ডিজিটাল ভার্শন প্রস্তুত করা যেতে পারে। মুখে কিছুটা পরামর্শ ও নির্দেশনা দিলেন। এর পর স্বহস্তে কাগজে আরো স্পষ্ট করে সুনির্দিষ্ট কতিপয় নির্দেশনা লিখে আমার হাতে দিলেন। নির্দেশনার মূল প্রতিপাদ্য হল, পবিত্র কুরআন শিক্ষার সুযোগকে আরো অবারিত, সহজ ও বিস্তৃত করা এবং দেশের সকল মানুষ ও বহির্বিশ্বে বসবাসকারী সকল প্রবাসী বাংলাদেশী ও তাদের সন্তানরা যাতে পবিত্র কুরআন সম্পর্কে জানতে ও শিখতে আগ্রহী হন, তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে তার অবারিত সুযোগ সৃষ্টি করা। ডিজিটাল পদ্ধতিতে পবিত্র কুরআনের আরবীতে তেলাওয়াত এবং বাংলা ও ইংরেজীতে প্রতিবর্ণায়ন ও অনুবাদসহ দেখার, পাঠ করার ও শ্রবণ করার সুযোগ থাকবে। বিশ্বের যে কোন প্রান্ত থেকে মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে যে কোন আগ্রহী মানুষের জন্য এ সুযোগ অভিগম্য হবে ও অবারিত থাকবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিক-নির্দেশনার আলোকে পবিত্র কুরআন এর ডিজিটাল ভার্শন প্রস্তুত করার লক্ষ্যে আইটি বিশেষজ্ঞ, বিশিষ্ট আলেম-ওলামা, শিক্ষক, ইসলামী চিন্তাবিদ ও গবেষক, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞবৃন্দ এবং সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্মকর্তাদের নিয়ে সভা করা হয়। এভাবেই পবিত্র কুরআনের ডিজিটাল ভার্শন প্রস্তুত এর আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে **"ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে পবিত্র কুরআন শরিফের প্রচার ও প্রকাশনা কার্যক্রম"** শীর্ষক একটি কর্মসূচী প্রণয়ন করা হয়। কর্মসূচীর সাকুল্য ব্যয় ধার্য হয় ৭৪ লক্ষ টাকা।

কর্মসূচীর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আইটি বিশেষজ্ঞ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ, ঢাকা মাদ্রাসা-ই-আলীয়ার শিক্ষকবৃন্দ, বাংলা একাডেমী ও আরো অন্যান্য প্রতিষ্ঠনের এ'বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে পবিত্র কুরআনের বাংলা ও ইংরেজী ভার্শন এর সম্পাদনার জন্য দুটো সম্পাদনা পরিষদ গঠন করা হয়। প্রফেসর ড.এ.কে.এম.ইয়াকুব হোসাইন, অধ্যক্ষ, সরকারী মাদ্রাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা ও প্রফেসর ড. মোঃ আবু বকর সিদ্দীক, অধ্যাপক আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-কে যথাক্রমে বাংলা ও ইংরেজী অনুবাদ, প্রতিবর্ণায়ন ও সম্পাদনা পরিষদের আহবায়ক করা হয়। কমিটিদ্বয়ের সদস্যগণ দীর্ঘ প্রায় নয় মাস নিরলস পরিশ্রম করে পবিত্র কুরআনের বাংলা ও ইংরেজী প্রতিবর্ণায়ন ও অনুবাদের সম্পাদিত মূলকপি ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে জমা দেন। পবিত্র কোরআনের বাংলা অনুবাদে কণ্ঠ দিয়েছেন বাংলাদেশ বেতার এর বিশিষ্ট সংবাদ পাঠক ও ঘোষক জনাব মাহবুব সোবহান। ইংরেজী অনুবাদে কণ্ঠ দিয়েছেন বাংলাদেশ বেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশন এর বিশিষ্ট ও সুপরিচিত সংবাদ পাঠক জনাব মাহমুদুর রহমান ।

পবিত্র কাবা শরীফের শ্রদ্ধাভাজন ইমাম কারী শেখ মোহাম্মদ আস-সুরাঈম এর কণ্ঠে উচ্চারিত পবিত্র কুরআনের আরবী তেলাওয়াত নির্বাচন করা হয়েছে। এর পর বাংলা ও ইংরেজী প্রতিবর্ণায়ন ও

অনুবাদের কাজ সম্পাদিত ও পরিসমাপ্ত হওয়ার পর বিভিন্ন ডিজিটাল ভার্শনসহ (ডিভিডি, ই-বুক, আইপ্যাড সুবিধাদি অন্তর্ভুক্ত করে) ওয়েবসাইট প্রস্তুত এর কার্যক্রম শুরু করা হয়। প্রচলিত বিধি-বিধান অনুসরণ করে উন্মুক্ত দরপত্র আহ্বানের মাধ্যমে আইটি প্রতিষ্ঠান Base Ltd. কে নির্বাচন করে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। নিয়োগপ্রাপ্ত আইটি প্রতিষ্ঠান Base Ltd. কার্যক্রম শুরু করে। কার্যক্রমের মধ্যে ছিল পবিত্র কুরআনের নির্বাচিত আরবী পাঠ, বাংলা ও ইংরেজী প্রতিবর্ণায়ন ও অনুবাদ, বাংলা ও ইংরেজী পৃথক পৃথক প্রতিবর্ণায়ন ও অনুবাদ এবং আরবী, বাংলা, ইংরেজীর কণ্ঠ, ই-বুক ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করে ওয়েবসাইট প্রস্তুত করা। এ ওয়েবসাইট অত্যাধুনিক তথ্য প্রযুক্তি সম্বলিত। আই-প্যাডে দেখার সুবিধাও এতে থাকবে। তাছাড়াও ১৫,০০০ DVD Disk তৈরী করা হবে, যা জনগণের মধ্যে বিতরণ করা হবে। এ'সকল কার্যক্রম ইতোমধ্যে সুসম্পন্ন হয়েছে। আইটি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সম্পাদিত এ'সকল কার্যক্রম যাচাই-বাছাই ও পরিবীক্ষণ করার জন্য এ'বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান ও দিক নির্দেশনামতে আইটি প্রতিষ্ঠান তাদের কার্যক্রম সম্পাদন করে।

পবিত্র কুরআনের ডিজিটাল ভার্শন প্রণয়ন একটি বিশাল কর্মযজ্ঞ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় নির্দেশনা থেকে উৎসারিত অফুরন্ত প্রেরণা এ'মহতী কাজে সংশ্লিষ্ট সকলকে শক্তি ও প্রেরণা যুগিয়েছে। পবিত্র কুরআনের বাংলা ও ইংরেজী প্রতিবর্ণায়ন ও অনুবাদ প্রণয়ন এবং বাংলা ও ইংরেজী অনুবাদে কণ্ঠ দান করা হয়েছে। তথ্য প্রযুক্তি প্রয়োগে ওয়েবসাইটে হোষ্ট করা হয়েছে। ওয়েবসাইট ঠিকানা www.quran.gov.bd - তে গিয়ে বিশ্বের যে কোন প্রান্ত থেকে যে কেহ ব্রাউজ করতে পারবেন।

তবে বলা প্রয়োজন, বিশাল এ'কর্মযজ্ঞে আরবী, বাংলা ও ইংরেজী ভাষা, ভাষান্তর, প্রতিবর্ণায়ন, কণ্ঠ, শুদ্ধ উচ্চারণসহ তথ্য প্রযুক্তির সঠিক প্রয়োগের সমন্বিত জটিল বিষয়টি জড়িত। যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে, পবিত্র এ'কাজটিকে সার্বিকভাবে যথাসম্ভব ত্রুটিমুক্ত রাখতে। তথাপি, বহুবিধ মাত্রার এ'কাজে ভুল- ত্রুটি হয়ে থাকতে পারে। কোন ভুল-ত্রুটি কারো দৃষ্টি গোচর হলে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করার অনুরোধ থাকছে। দ্রুত সংশোধনের প্রয়াস গ্রহণ করা হবে। আরো বলা প্রয়োজন প্রত্যেক মুসলমানের উচিৎ আরবীতে পবিত্র কুরআন পাঠের সামর্থ্য অর্জন করা। বাংলা ও ইংরেজী প্রতিবর্ণায়ন সংযোজনের অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে আরবীতে যারা পবিত্র কুরআন পাঠের সামর্থ্য এখনও অর্জন করতে পারেন নাই, তাদের জন্য প্রতিবর্ণায়ন সহায়ক সুযোগ হিসেবে কাজ করবে।

পবিত্র কুরআন শরীফের ডিজিটাল ভার্সন, তথা **আল কুরআন : ডিজিটাল** প্রণয়নে কারিগরী পরামর্শ প্রদান করেছেন বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল এর প্রথিতযশা আইটি বিশেষজ্ঞবৃন্দ এবং বাংলাদেশের সর্বজনবিদিত বরেণ্য তথ্য প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ জনাব মোস্তফা জব্বার। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহা-পরিচালক, কর্মকর্তাবৃন্দ, বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের সম্মানিত খতিবসহ দেশের বিভিন্ন বরণ্যে ইসলামী চিন্তাবিদ ও অভিজ্ঞ আলেমবৃন্দ থেকে সময় সময় পরামর্শ গ্রহণ করা হয়েছে। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা এ'কাজে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার কারণেই এ মহতী উদ্যোগ গৃহীত ও পরিসমাপ্ত হয়েছে। আমরা সকলেই জানি মামনীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ব্যক্তি জীবনে একজন ধর্মপ্রাণ মহিয়সী নারী। পবিত্র কুরআন ও ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা ও মর্মবাণী বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ুক-এটাই তাঁর অন্তরের ইচ্ছা। আগামী ১০ আগষ্ট, ২৬ শ্রাবণ, ২১ রমজান, রোজ শুক্রবার এতদুদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিতব্য উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে **আল কুরআন : ডিজিটাল** এর ওয়েবসাইট (www.quran.gov.bd) আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন। তাঁর বিচক্ষণ নির্দেশনা ও মহতী সদিচ্ছার সফল বাস্তবায়ন হবে, ইন্‌শাআল্লাহ্‌। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে সশ্রদ্ধ অভিনন্দন ও মোবারকবাদ জানাই। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় প্রতিমন্ত্রী

আলহাজ্ব মোঃ শাহ্জাহান মিয়া, এমপি সবসময় ব্যক্তিগতভাবে তদারকি করে কাজটি সুসম্পন্ন করতে সহায়তা করেছেন। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী-কে আন্তরিক ধন্যবাদ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আয়োজনে Exim Bank, Bangladesh Ltd. এবং Citycell Bangladesh Ltd. আমাদের বিভিন্নভাবে সহায়তা করছেন। তাদের প্রতি থাকছে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। পরিশেষে এ'কাজটি সংশ্লিষ্ট সকলের আন্তরিক ও সমন্বিত প্রচেষ্টায় সুসম্পন্ন হয়েছে। সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন। মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের অশেষ রহমত ব্যতিরেকে একাজ সুসম্পন্ন করা সম্ভব হত'না। মহান আল্লাহ্ আমাদের রহমত ও বরকত প্রদান করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ্। আমরা নিরন্তর মহান আল্লাহ্ তায়ালার রহমত কমনা করছি। আমীন।